সুপ্রিয় বিপ্লববাবু,

বিজ্ঞানবাদ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেবার জন্য ধন্যবাদ। আসলে আমি একটু ভুল বুঝেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি বিজ্ঞানকে চলতি অর্থে ধর্মে পরিণত করার কথা ভাবছেন। সেজন্যই ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি উদাহরণ টেনেছিলাম।

তবে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে দু-একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি।

১৯৯৭ সালে ভারতের দরিদ্রসাধারণ বিজেপিকে গ্রহণ করেছিল। হিন্দুত্বকে নয়। যে কয়েকটি প্রকৌশলের সাহায্যে বিজেপির সেবার সিংহাসনারোহণ তার মধ্যে প্রধানতমটি ছিল বি.এস.পি বা বিজলি-সড়ক-পানি।

আপনি স্মরণ করতে পারেন সেবার নির্বাচন ছিল অন্তর্বর্তী নির্বাচন। তার আগের কয়েকটি সরকারের আমলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দিল্লিতে সৃষ্টি হয়েছিল তার ফসল ছিল এই অন্তর্বর্তী নির্বাচন। প্রতিবছর একবার করে ভোট হচ্ছিল। কংগ্রেস নিজে অন্তর্বিবাদে জর্জরিত। আঞ্চলিক দলগুলির রমরমায় বারবার লোকসভা ত্রিশঙ্কু হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় বামপন্থী কৌশলে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা কায়েম ছিল। অবশিষ্ট ভারতে বিশেষকরে হিন্দিবলয়ে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পূর্ব্বতন সরকারগুলির ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে বিজেপি গরিব মানুষগুলোর মাথা খেয়ে ক্ষমতায় আসে। আর তার জাদুমন্ত্রটি যে হিন্দুত্ব ছিল না, তা সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি থেকেই প্রমাণিত হয়। আসলে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ফ্যাক্টর করে না। আমি অনেক কম্যুনিস্টের বাড়িতে পুজো হতে দেখেছি। অথচ কম্যুনিস্ট নেতারা তো মুখে বলে বেড়ান তাঁরা পুজো আচ্চায় বিশ্বাস করেন না। পশ্চিমবঙ্গে তাহলে যাঁরা যাঁরা সিপিএমকে ভোট দেন তাদের সবাইকেই তো নাস্তিক বলতে হবে। কিন্তু আসলে তাঁরা তা নন। আসলে একটি জায়গায় ধনতন্ত্রিক সমাজতন্ত্রিক কমিউনিস্ট সাম্পদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রঙ এক- সেটি ভোটে জেতার জাদুমন্ত্র- বিজলি-সড়ক-পানি।

আশা করি এর বাজার অর্থনীতির বিষয়টি আপনাকে বলে দিতে হবে না।

ধন্যবাদান্তে
অর্ণব দত্ত
বেহালা, কলকাতা